দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...0.7 MAR 1989... পৃষ্ঠা... ...4 কলাম ...6...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

47

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সেসন জট

'বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে' সেসন জটের তীর্থক্ষেত্রে পরিণতি হয়েছে। বছরের অধিকাংশ সময়ই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হলেও সময়মত পরীক্ষা না নেয়া ও রেজাল্ট না দেয়ার কারণে সেসন জট জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এরই মধ্যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় 'সেসন জট নির্মূল, কর্মসূচী নিলেও এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। একমাত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে) ছাড়া দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সেসন জট নেই। এই সেসন জটের কারণে কিছু শিক্ষকের উদাসীনতা, আন্তরিকতার অভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও অব্যবস্থা। এখানে মাত্র 400 জন ছাত্রের রেজাল্ট দিতে কমপক্ষে ৩/৪ মাস সময় নেয়া হয়। এমনকি কেরিও, ওভার পদ্ধতির অধীনে পরীক্ষা দেয়া বড় জোর ৫0/৬0জন ছাত্রের রেজাল্ট দিতেও অনুরূপ সময় নেয়া হয়। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে একবার মাত্র খাতা দেখা হয়। সাধারণ' বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এখানে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ পরীক্ষকের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং রেজাল্ট দেরীতে দেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। তাছাড়া বিষয়ের আধিক্যের কারণে কোন একটি বর্ষের পরীক্ষা শেষ হতে কমপক্ষে দেড় মাস সময় লাগে। সুতরাং প্রথমদিনের খাতাগুলো শেষদিনের পরীক্ষার পূর্বেই দেখা হয়ে যাওয়ার কথা। অতএব, রেজাল্ট দিতে ১৫/২0 দিনের বেশী সময় লাগার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে তাই রয়েছে। কিন্তু সে নিয়মের প্রয়োগ নেই। জানা যায়, এখানে যে সমস্ত শিক্ষক খাতা দেখেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী-দামী শিক্ষক। সুতরাং সময়মত খাতা জমা না দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহস পাননা। যেটা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহজে নিচ্ছেন। ফলে সেখানে সেসন জট নির্মূল হতে চলেছে। (যেমন-চ,বি,ঢা,বি, বা জা,বি)।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ঝামেলা হয়েছে কেরিওভার পদ্ধতি। সময়মত এই কেরিওভার-এর রেজাল্ট না দেয়ার কারণে অনেক সময় মাত্র একজন ছাত্রের জন্য ৮/৯শ' ছাত্রকে পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কারণ,ঐ ছাত্র ফেল করলে আবার তাকে ঐ বর্ষের নতুন ছাত্রদের সাথে এবং পাস করলে তার সতীর্থ, যারা ইতিমধ্যে পরের বর্ষের ফাইনাল দিতে বসে আছে তাদের সাথে পরীক্ষা দিতে হবে। সেসন জট যে এখানে কত জটিল একটি উদাহরণ দিলেই বুঝা যাবে। ১৯৮৭-৮৮ সালের ভর্তি-প্রাপ্ত ছাত্ররা এখানে এখনো ক্লাস শুরু করেনি অথচ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মার্চ মাসে ১ম বর্ষ ফাইনাল দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তাই সম্মানিত ভিসিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের কাছে এ সমস্যা সমাধানের জন্য হস্তক্ষেপ কামনা করি।

জাকির,
শেরেবাংলা হল,
বাংলাদেশ কৃষি কলেজ।
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

সরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংস্কার চাই

পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত বাউফল উপজেলার অধীনে কালিশুরী একটি বড় ইউনিয়ন। এটা মূল উপজেলা থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। এখানে একটি কলেজ, তিনটি হাইস্কুল পাঁচটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কয়েকটি মাদ্রাসা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার পঃ সিংহেরাকাঠিতে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অনেকদিন যাবৎ কোন সংস্কার হচ্ছে না। স্কুলটির উপরে পুরানো ভাঙা টিনের (এবারকার ঘূর্ণিঝড়ে তাও উড়িয়ে নিয়েছে) ছাউনি, ঘুণে খাওয়া খুঁটি, ভাঙা অপর্যাপ্ত বেঞ্চ। ব্লাকবোর্ডে রং নেই, সরকারী হওয়ার আগে যে হাল ছিল এখনো সেই একই হাল। এক কথায় ছেলেমেয়েরা এখন খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করছে। এর আগেও কর্তৃপক্ষের কাছে অনুনয়-আবেদন করা হয়েছে কিন্তু সাড়া মেলেনি। তাই আবারও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন, স্কুলটির আশু সংস্কার করে কচি ছেলেমেয়েদের দুর্ভোগ দূর করুন।

সুপ্রতিভ হালদার,
৪৭, শাহ আমানত হল,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।